৭৬

ভোরের কাগজ

তারিখ 05 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

গত ২৬ নভেম্বর ১৯৯৭ ভোরের কাগজ পত্রিকায় দেখতে পেলাম কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে ১৯৯৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অবৈধ পরীক্ষার্থীদের ফলাফল বাতিলের প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্টে তিন ধরনের অপরাধ শনাক্ত করেছে। প্রথম অপরাধ, নিজেদের মূল কলেজের পরিবর্তে অন্য কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষার এন্ট্রি ফরম পূরণ করা। দ্বিতীয় অপরাধ, অন্যের রেজিস্ট্রেশনে নিজের ও পিতার নাম বসিয়ে এন্ট্রি ফরম পূরণ করা হয়। তৃতীয় অপরাধ, ১৯৯৬ সালের পরীক্ষায় একাধিক বছরের জন্য বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী অবৈধভাবে ১৯৯৭ সালের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য এন্ট্রি ফরম পূরণ করা। আমাদের দৃষ্টিতে তিনটি অপরাধই জঘন্য এবং শাস্তিযোগ্য। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় অপরাধের জন্য কলেজগুলোকে সরাসরি দায়ী করা যায়। তবে তৃতীয় অপরাধের জন্য কলেজগুলোকে একতরফা দায়ী করা যায় না। এজন্য কম্পিউটার কেন্দ্রই অনেকাংশে দায়ী। কারণ, এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার এন্ট্রি ফরম কম্পিউটার কেন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত প্রিন্ট আউটের ভিত্তিতে পূরণ করা হয়। প্রিন্ট আউটে যেভাবে সিরিয়াল দেওয়া হয়েছে এবং প্রিন্ট আউটে যাদের নাম আছে তাদেরই এন্ট্রি ফরম পূরণ করা হয়। এবার নিয়মিত এবং অনিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের দুই ধরনের প্রিন্ট আউট কম্পিউটার কেন্দ্র সরবরাহ করে। অনিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের প্রিন্ট আউটের শিরোনামে লেখা আছে LIST OF HSC '96 FAILED/ABSENT/EXPELLED STUDENT WHO ARE GOING TO BE APPEARED IN THE HSC '97 EXAMINATION তারই ভিত্তিতে আমরা অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করি। এখন দেখা যাচ্ছে প্রিন্ট আউট ১৯৯৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা একাধিক বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছে, তাদেরও কম্পিউটার কেন্দ্র ১৯৯৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বলে দেখানো হয়েছে। আমরা মনে করি কম্পিউটার কেন্দ্রের প্রিন্ট আউটে যাদের পরীক্ষার্থী হিসেবে দেখানো হয়েছে সেখানে ভুলভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই। তাই আমরা প্রিন্ট আউটের ফটোকপি বাইরে টাঙিয়ে দিই। যাতে ছাত্রছাত্রীরা প্রিন্ট আউটের সিরিয়াল অনুযায়ী এন্ট্রি ফরম পূরণ করে। যার ফলে অনেক কলেজেই ১৯৯৬ সালের পরীক্ষায় একাধিক বছরের জন্য বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী এন্ট্রি ফরম পূরণ করে ফেলেছে। এ ধরনের ভুল কলেজগুলোর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অনিচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু পরে কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে ঐ সমস্ত বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর এডমিট কার্ডও সরবরাহ করা হয়। তখন তারা এডমিট কার্ড আটক রাখেনি কিংবা কোনো কৈফিয়ত তলব করেনি। এখন বলা হচ্ছে, কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে অভিযুক্তদের এডমিট কার্ড দেওয়া হয়নি। এ কথা মোটেও সত্য নয়। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আমাদের অনুরোধ, অপরাধ তিনটি ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়েছে নাকি কম্পিউটার কেন্দ্রের খামখেয়ালিপনার কারণে অনিচ্ছাকৃত বা অসাবধানতাবশত সংঘটিত হয়েছে তা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

মোঃ আফতাব হোসেন সিদ্দিকী
সহকারী অধ্যাপক
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
সোনাপুর কলেজ, নোয়াখালী।